যেমন চলছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক হল

কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ জেলার সীমান্তবর্তী শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরের ছায়া সুনিবিড় প্রাকৃতিক পরিবেশে ১৭৫ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় দেশের একমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। একটি মাত্র আবাসিক হল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে ৫টি হলের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা আবাসিক সুবিধা পাচ্ছে। আধুনিক ও ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় সাধনের মহান উদ্দেশ্যে

রকিবুল হক রকিব

প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টিতে আন্তর্জাতিক মানে রূপলাভের এত্যাশায় দেশীয় ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি বিদেশীর পড়ালেখার সুযোগ সৃষ্টির জন্য সর্বশেষ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে নির্মিত হয় একটি অত্যাধুনিক আন্তর্জাতিক ছাত্র হল। ৮১,৯২৫.০০ বর্গফুটের চারতলা বিশিষ্ট ৮টি ব্লক ও দোতলা বিশিষ্ট ১টি ব্লকে মোট ৪১২টি সীট সংখ্যার হলটি নির্মাণে ব্যয় হয় সাড়ে ৬ কোটি টাকা। হলটিতে দেশীয় ছাত্রদের জন্য ৪টি ব্লকের ২০টি কক্ষে রয়েছে ৩০০টি সীট এবং বিদেশী ছাত্রদের জন্য ৪টি ব্লকের ১৬টি কক্ষে রয়েছে ১১২টি সীট। হলটি নির্মাণ শেষে গত '৯৯ সালের ৫ ডিসেম্বর উদ্বোধন করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন জটিলতা ও সমস্যায় দীর্ঘ ১৩ মাস কর্তৃপক্ষ হলটি চালু করতে ব্যর্থ হয়। ফলে ছাত্রদের স্বপ্নের ঠিকানা আন্তর্জাতিক হলের আবাসিকতা পেয়েও হলে উঠতে না পেরে চরম কষ্টে দিনাতিপাত করে। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর গত ১৫ জানুয়ারী হলটি চালু হলে ছাত্ররা তাদের বহু প্রত্যাশিত স্বপ্নের ঠিকানা খুঁজে পায়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও ক্ষোভের কথা হল- উদ্বোধনের দীর্ঘ ১৩ মাস পরে হলটি চালু হলেও হলে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যার সমাধান না করায় ছাত্রদের স্বপ্ন এখন দুঃস্বপ্নে পরিণত হতে চলেছে। হল চালু পরবর্তী সমস্যাগুলো যেন দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে।

হলের বিদ্যুৎ সমস্যা, মসজিদ সমস্যা, সুইপার সমস্যা, টেলিফোন সমস্যা, পত্রিকা সমস্যা, স্যাটেলাইট সমস্যাসহ নানাবিধ সমস্যায় আবাসিক ছাত্ররা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। হলের সমস্যা ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তাদের সাথে কথা হলে তারা এক দীর্ঘ ফিরিস্তি তুলে ধরে।

হলের দেশীয় ব্লকের ১১০ নং রুমের আরেফিন মতিন হলের পত্রিকা সমস্যা সম্পর্কে অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে জানায়, তথ্য-প্রযুক্তির অন্যতম মাধ্যম সংবাদপত্র পাঠের কোন সুবিধাই নেই আন্তর্জাতিক হলে। দায়সারাভাবে কয়েকটি পত্রিকা রাখা হলেও পত্রিকা রাখার কোন স্ট্যান্ড না থাকায় ছাত্ররা বাজারের মত দাঁড়িয়ে টানাটানি করে পত্রিকা পাঠ করে। বিগত সরকারের আমলে আওয়ামীপন্থী কর্তৃপক্ষের দৃঢ় সিদ্ধান্তে ইনকিলাবসহ অন্যান্য পত্রিকা বাদ দিয়ে ভারতের অর্থে প্রকাশিত কিছু পত্রিকা রাখায় ছাত্ররা ক্ষিপ্ত হয়ে কয়েকটি চিহ্নিত কাগজের কপিতে অগ্নিসংযোগ করে বলেও জানায়।

লোক প্রশাসন বিভাগের ছাত্র পলাশ জানায়, সুইপার সমস্যার কারণে আমরা টয়লেট, বাথরুমগুলো ঠিকমত ব্যবহার করতে পারছি না। এমনকি পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় ড্রেনের মধ্যে আবর্জনার স্তূপ হয়ে মুখ আটকে যায়। ফলে পানিসহ আবর্জনা পচে দুর্গন্ধ হয়ে মশার উপদ্রব সৃষ্টি হয়। আইন বিভাগের রাসেলের বক্তব্য হল- খেলাধুলা তথা চিত্তবিনোদনের তেমন কোন সুযোগ আন্তর্জাতিক হলে নেই। বিভিন্ন খেলার প্রয়োজনীয় সামগ্রী নেই। এছাড়া একটি কমন রুমে কোন পার্টিশন ছাড়াই টিভি ও খেলার ব্যবস্থা থাকায় খুবই সমস্যা হয়। এছাড়া ডাইনিংয়ে খাবার বাবদ কর্তৃপক্ষের ভর্তুকি প্রদানের নিয়ম থাকলেও তা প্রদান করা হচ্ছে না বলে ছাত্রদের বড় অংকের অর্থ ডোনেশন দিয়েও ভাল খাবার থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে। ডাইনিংয়ে কোন টিউবওয়েল না থাকায় বিশুদ্ধ পানির অভাবে অনেকে রোগগ্রস্ত হচ্ছে। হলের গেস্টরুমে নেই কোন ফার্নিচার। ফলে গেস্ট এসে দাঁড়িয়ে থেকে কথা বলে চলে যায়। এটা রীতিমত লজ্জা ও অপমানজনক। ৮টি ব্লক বিশিষ্ট হলে টেলিফোন সেট রয়েছে মাত্র ১টি। তাও আবার অফিস টাইমে ব্যবহারযোগ্য নয়। ফলে কোথাও জরুরী প্রয়োজনে কথা বলতে লাইন দিতে হয় অন্যদিকে, অনেক দূর থেকে এসে জরুরী খবর জানা থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

এমতাবস্থায় হলে বিরাজমান সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করে একটি সুন্দর আবাসিক ঠিকানা হিসেবে গড়ে তোলা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট ছাত্রদের একান্ত দাবী।

APR 29 2002